যুগান্তর

তারিখ ... 05 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭

পাঠ্যপুস্তকে উদ্ভট তথ্য

নবম ও দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক বইতে দেশে অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে একটি উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এই বইটিতে প্রকাশিত তথ্যটি হইল : দেশে অপরাধ বৃদ্ধি এবং কিশোরদের অপরাধপ্রবণতার অন্যতম কারণ হইল বিকলাঙ্গতা, শারীরিক অক্ষমতা, স্বাস্থ্যহীনতা অথচ কে না জানে যে, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রতিবন্ধীরা সচরাচর কোন অপরাধ করে না। দেশে-বিদেশে বর্তমানে কিংবা অতীতে বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ও দৈহিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অপরাধপ্রবণতার কথা লইয়া এমন উদ্ভট রচনা দেখা যায় না। কোন সমাজ বিজ্ঞানীও এমন ধরনের অবিশ্বাস্য মন্তব্য কখনও করেন নাই। আমাদের দেশে কেহ কখনও ঐ ধরনের ব্যক্তিদের অপরাধপ্রবণতার কথা বলেন নাই। যাহারা বিকলাঙ্গ বা শারীরিকভাবে অক্ষম তাহাদের কাহারও কাহারও মনে অপরাধপ্রবণতা থাকিলেও প্রতিবন্ধী বলিয়াই তাহাদের পক্ষে অপরাধ করা সম্ভব নয়। দেশে যাহারা বিভিন্ন সময়ে অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন বিকলাঙ্গ বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহারা অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত তাহারা দৈহিকভাবে অক্ষম বা বিকলাঙ্গ তো নয়ই বরং তাহারা প্রায় সবাই বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান। শারীরিকভাবে অক্ষম স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিদের মধ্যে দুই চারজন ছোটখাটো অপরাধের সহিত যুক্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুরা কখনই অপরাধ করে না। যদি বইটিতে লেখা হইত যে বিকলাঙ্গ, পঙ্গুত্ব ও শারীরিক অক্ষমতা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দায়ী, তাহা হয়তো মানিয়া লওয়া যাইত। কেননা উহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ যাহারা অপরাধের সহিত যুক্ত নয়, যাহারা অপরাধ করে না তাহাদের অপরাধী বা অপরাধপ্রবণ সাব্যস্ত করা কেবল অসত্যই নয়, চরম অমানবিক। অথচ সরকার অনুমোদিত একটি পাঠ্যপুস্তকে এমন উদ্ভট তথ্যই ছাপা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের এই ভুল তথ্য পাঠ করিতে বাধ্য করা হইবে। বিকলাঙ্গ ও অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনমনে তাহাদের প্রতি ঘৃণা সঞ্চার করা হইতেছে এবং সমাজের নিকট তাহাদের হেয়প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের মতে, যেই লেখকত্রয় প্রতিবন্ধীদের অপরাধী বা অপরাধপ্রবণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন তাহারা কেবল তাহাদের আত্মমর্যাদায়ই আঘাত করেন নাই বস্তুত তাহারা নিজেরাই প্রতিবন্ধীসহ গোটা সমাজের চোখে নিজেদের অপরাধী হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। যুগান্তরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বগুড়া প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ্যপুস্তকে এই ভুল তথ্যটি পরিবেশনের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহা প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করিতে পারে। এই অভিমত যথার্থ। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কিভাবে এই ভুল তথ্যসংবলিত বইটি অনুমোদন করিল। তাহারাও এই বই ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিবার অপরাধে সমান অপরাধী। আমাদের দাবি, বইটি বাজারে ছাড়িবার পূর্বেই এই ভুল তথ্যসংবলিত অধ্যায়টি প্রত্যাহার এবং কেন বইটি অনুমোদন করা হইল সেই ব্যাপারে তদন্ত করা হউক।